মাতৃদুগ্ধ বিকল্প, শিশুখাদ্য, বাণিজ্যিক ভাবে প্রস্তুতকৃত শিশুর বাড়তি খাদ্য ও উহা ব্যবহারের সরঞ্জামাদি (বিপণন নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০১৪

স্বাস্থ্য ওপরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
(জনস্বাস্থ্য-৩ অধিশাখা)
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

প্রজ্ঞাপন

এসআরও নং.. .. ..আইন/২০১৪- মাতৃদুগ্ধ বিকল্প, শিশুখাদ্য, বাণিজ্যিক ভাবে প্রস্তুতকৃত শিশুর বাড়তি খাদ্য ও উহা ব্যবহারের সরঞ্জামাদি (বিপণন নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৩৫ নং আইন) এর ধারা ২১ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:-

১। **শিরোনামা ও প্রবর্তন**।- (১) এই বিধিমালা মাতৃদুগ্ধ বিকল্প, শিশুখাদ্য, বাণিজ্যিক ভাবে প্রস্তুতকৃত শিশুর বাড়তি খাদ্য ও উহা ব্যবহারের সরঞ্জামাদি (বিপণন নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০১৪ নামে অভিহিত হইবে।
(২) এই বিধিমালা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।- (১) প্রসঙ্গ বা বিষয়ের পরিপন্থী না হইলে এই বিধিমালায়-

- ''মাতৃদুগ্ধ বিকল্প পণ্য'' বা ''পণ্য'' অর্থ নিম্নবর্ণিত এক বা একাধিক অভিব্যক্তির আওতার যে কোন খাদ্যবস্তু, যথা:-

  (ক) মাতৃদুগ্ধ বিকল্প;
  (খ) শিশুখাদ্য;
  (গ) বাণিজ্যিকভাবে প্রস্তুতকৃত শিশুর বাড়তি খাদ্য;
  (ঘ) উপরোক্ত খাদ্যের ব্যবহারের সরঞ্জামাদি;

- ''সরঞ্জামাদি'' অর্থ দুধ খাওয়ানোর বোতল, বোঁটা, চুষনী, কাপ বা অনুরূপ কোন বস্তু যাহা শিশুকে খাওয়ানোর উদ্দেশ্য ব্যবহৃত হয় এবং কমিটি কর্তৃক আদেশ দ্বারা নির্ধারিত সরঞ্জাম ও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

- ''আইন'' অর্থ মাতৃদুগ্ধ বিকল্প, শিশুখাদ্য, বাণিজ্যিকভাবে প্রস্তুতকৃত শিশুর বাড়তি খাদ্য ও উহা ব্যবহারের সরঞ্জামাদি (বিপণন নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৩৫ নং আইন);

- ''ধারা'' অর্থ আইনের কোন ধারা;

- ''উপযুক্ত আদালত'' অর্থ কোন জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট ক্ষেত্রমত মেট্রোপলিটন জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট যাহার অধিক্ষেত্রাধীনে আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে, এবং যিনি বিচার অনুষ্ঠানের পর আইনের ধারা ১২ তে নির্ধারিত সর্বোচ্চ সীমা পর্যন্ত কারাদন্ড বা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড আরোপ করিতে ক্ষমতাবান;

- ''সনদ'' অর্থ আইন ও এই বিধিমালার অধীন ইস্যুকৃত নিবন্ধন সনদ;

- ''খাওয়ানোর বোতল'' মাতৃদুগ্ধ বিকল্প পণ্য গ্রহনের জন্য ব্যবহৃত কোন পাত্র এবং উহার সহিত যুক্ত করা যায় বা যুক্ত করা সম্ভব এমন কোন বস্তু;

- "জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি'' বা ''কমিটি'' অর্থ আইনের ধারা ৮ ও এই বিধিমালার বিধি ৭ এর অধীন গঠিত কমিটি;

- ''উপ-কমিটি'' অর্থ জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি কর্তৃক গঠিত যে কোন কমিটি;

- ''নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট'' অর্থ ফৌজদারী কার্যবিধির অধীন নিয়োজিত কোন ম্যাজিস্ট্রেট;

- ''মোবাইল কোর্ট'' অর্থ মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের --নং আইন)

- ''ধারা'' অর্থ আইনের কোন ধারা;

- ''ফরম'' অর্থ এই বিধিমালার সহিত সংযুক্ত কোন ফরম;

- ''বিপণন'' অর্থ মাতৃদুগ্ধ বিকল্প পণ্য সংরক্ষণ, গুদামজাত, প্রদর্শন, প্যাকেজ, প্রচার, বিতরণ, বিক্রয়, বিপণন সংগঠন ও উন্নয়ন এবং তজ্জন্য জন-সংযোগ ও তথ্য আদান-প্রদান;

- ''পরিদর্শক'' অর্থ বিধি ১১ এর অধীন নিয়োগ প্রাপ্ত কোন পরিদর্শক;

- ''প্রস্তুতকারক'' বা ''প্রস্তুতকারী'' অর্থ এমন কোন ব্যক্তি যিনি নিজে বা তাহার এজেন্ট বা অঙ্গ সংগঠন দ্বারা বা কোন চুক্তির অধীন মাতৃদুগ্ধ বিকল্প পণ্য বা পণ্যের উপকরণ সরবরাহ বা প্রস্তুতের কাজে নিয়োজিত;

- ''প্রকাশনা'' অর্থ ছাপানো, প্রদর্শন, বেতার প্রচার, টেলিভিশন, দর্শন, উপস্থাপন, মেলা বা বিতরণ;

- ''সরকার'' অর্থ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়;

- ''বিতরণকারী'' অর্থ এমন কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্যিক সংস্থা যিনি বা যাহা মাতৃদুগ্ধ বিকল্প পণ্য খুচরা বা সামগ্রিক বিক্রয় বা বিপণনে নিয়োজিত;

- ''পরিচর্যাকারী'' অর্থ এমন কোন ব্যক্তি যিনি শিশুকে খাওয়ানো বা সাধারন যত্ন, লালন ও পালন করিয়া থাকেন;

- ''উপহার'' অর্থ বিনামূল্যে দেয় মাতৃদুগ্ধ বিকল্প পণ্য, নাস্তা, ডায়েরী, মুদি দ্রব্য, বিমান বা যে কোন যাতায়াত টিকেট, ভ্রমনখরচ, বিনোদন, ক্যালেন্ডার, দিনপঞ্জী, পণ্যের লিফলেট, স্টিকার, দৈহিক বৃদ্ধির চার্ট, প্যাড, কলম, কলম দানি, পেন্সিল, রাবার, সার্পনার, ডাক্তারী সহায়ক যে কোন পেশাগত বা ব্যক্তিগত, সরঞ্জাম, আসবাবপত্র, বস্ত্র বা যে কোন ব্যবহার্য দ্রব্যাদি;

- ''নিবন্ধক'' অর্থ পরিচালক বা কমিটি কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি বা কর্মকর্তা বা প্রতিষ্ঠান;

- ''নমুনা'' অর্থ বিনামূল্যে দেয় এক বা একাধিক কোন মাতৃদুগ্ধ বিকল্প পণ্য।

(২) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত কিন্তু সংজ্ঞায়িত নয় এমন সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইনে সংজ্ঞায়িত হইয়া থাকিলে, উহা আইনে সংজ্ঞায়িত অর্থ এবং আইনে সংজ্ঞায়িত না হইয়া থাকিলে, উহা অভিধানের সাধারণ অর্থ গ্রহণ করিবে।

৩। **মাতৃদুগ্ধ বিকল্প পণ্য সংক্রান্ত অন্যান্য বিধি-নিষেধ।**- আইনের ধারা ৪ এর উপ-ধারা (১) এর সামগ্রিকতাকে ক্ষুন্ন না করিয়া, কোন ব্যক্তি ধারা ৪ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক)-(ছ) এ কর্মকান্ড ছাড়াও নিম্নোক্ত কর্মকান্ড করিতে পারিবে না, যথা:-

(ক) মাতৃদুগ্ধ বিকল্প পণ্যের কোন নমুনা (sample) কোন মাতা বা পরিচর্যাকারী বা স্বাস্থ্যকর্মীকে প্রদান;

(খ) বোতলে দুধ খাওয়ানোর শ্রেষ্ঠতার বিষয়ে বৃক্ততা বা বিবৃতি প্রদান বা কোন ছবি প্রদর্শন;

(গ) কোন স্বাস্থ্য কর্মী মাতৃদুগ্ধ বিকল্প পণ্যের কোন ব্যবস্থাপত্র বা প্রেসক্রিপশন লিখিত বা মৌখিক প্রদান;

(ঘ) মাতৃদুগ্ধ বিকল্প পণ্য বিক্রয়ের পরিমাণের উপর কোন কর্মচারী বা বিক্রেতাকে কমিশন প্রদান বা আর্থিক অনুদান বা পুরস্কার প্রদান;

(ঙ) মাতৃদুগ্ধ বিকল্প পণ্য বিষয়ে কোন আমদানীকারক, প্রস্তুতকারী বা বিক্রেতা বা বিতরণকারী বা তাহাদের প্রতিনিধি কর্তৃক কোন উপদেশ প্রদান;

(চ) মাতৃদুগ্ধ বিকল্প পণ্য বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে প্রদর্শনের জন্য নির্দিষ্ট নামে কোন স্থান বরাদ্দ প্রদান; এবং

(ছ) মাতৃদুগ্ধ বিকল্প পণ্যের আমদানীকারক, প্রস্তুতকারী বা বিক্রেতা বা বিতরণকারীর প্রতিষ্ঠান কর্তৃক শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষতার প্রলোভন সম্বলিত স্বাস্থ্য সুবিধা দাবী (Health Claim) করা।

৪। **মাতৃদুগ্ধ বিকল্প পণ্যের ধারণপাত্র ও মোড়কের অন্যান্য তথ্যাদি-** (১) আপাতত: বলবৎ অন্যান্য আইনের বিধানাবলীকে ক্ষুন্ন না করিয়া, ধারা ৬ এর উপধারা (১) এর দফা (ক)-(ঙ) তে উল্লিখিত 'গুরুত্বপূর্ন তথ্য' শিরোনামাধীনে, উক্ত উপ-ধারার দফা (ক)-(ঙ) এর তথ্যাদি ছাড়াও, নিম্নোক্ত তথ্যাদি বা বক্তব্য সন্নিবেশিত থাকিবে, যথা:-

(ক) ''বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত'' মাতৃদুগ্ধ বিকল্প গুড়া দুধে জীবানু থাকিতে পারে; এবং

(খ) মাতৃদুগ্ধ বিকল্প পণ্য সঠিকভাবে প্রস্তুত না করার ফলে শিশুর স্বাস্থ্য হানি হইতে পারে।

(২) আইনের ধারা ৬ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক)-(গ) এ উল্লিখিত তথ্য ছাড়াও ধারণপাত্র বা মোড়কে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি বা বক্তব্য অন্তর্ভূক্ত করা যাইবে না, যথা:-

(ক) আইন বা এই বিধিমালার উদ্দেশের সহিত সংগতিপূর্ণ নয় এমন কোন বক্তব্য;

(খ) ''এই পণ্য চিকিৎসক দ্বারা অনুমোদিত, পরামর্শকৃত বা নির্দেশিত'' বা এরূপ কোন শব্দ বা বক্তব্য;

(গ) যে কোন ভাষায় বা শব্দে ''উপযুক্তকরন'' বা ''মায়ের দুধের সমার্থক'' বা অনুরূপ অন্য কোন বক্তব্য; বা

(ঘ) ''সম্পূর্ন আমিষ খাদ্য'' বা ''শক্তি দায়ক খাদ্য'' বা ''সম্পূর্ণ খাদ্য'' বা ''স্বাস্থ্যকর খাদ্য'' বা যে কোন ভাষায় অনুরূপ কোন বক্তব্য।

(৩) আইনের ধারা ৬ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোন আমদানীকারক, প্রস্তুতকারী বা বিক্রেতা বা বিতরণকারীর প্রতিষ্ঠান, মাতৃদুগ্ধ বিকল্প পণ্যের ধারণপাত্র ও মোড়কে ব্যবহৃত কোম্পানির লোগো বা চিত্রের আকার, উক্ত পণ্যের নামের আকারের অর্ধেকের বেশী বড় করিতে পারিবে না।

৫। **শিক্ষা উপকরণের অন্যান্য কতিপয় তথ্যাদির অন্তর্ভুক্তি ও উহার অনুমোদন**- (১) স্বাস্থকর্মী কর্তৃক পিতামাতা, পরিচর্যাকারী ও শিশুপুষ্টির কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে, ধারা ৭ এর দফা (ক)-(ছ) এ বর্ণিত তথ্য ছাড়াও, নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা:-

(ক) শিশুর মা ও পরিচর্যাকারীকে কিভাবে মায়ের দুধ খাওয়াতে হয় (Attachment & position) হাতে কলমে শিখিয়ে দেওয়া ও মাকে আশ্বস্ত করা সে বুকের দুধ খাওয়াতে সক্ষম;

(খ) মাতৃদুগ্ধ বিকল্প পণ্য ব্যবহারের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কুফল সংক্রান্ত তথ্য;

(গ) জন্মের ১ ঘন্টার মধ্যে মাতৃদুগ্ধ খাওয়ালে নবজাতকের মৃত্যু ঝুকি থাকে না;

(ঘ) মাতৃদুগ্ধ শিশুর সম্পূর্ন ও সুষম খাদ্য;

(ঙ) শুধু মাতৃদুগ্ধে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা রহিয়াছে যাহা মা ও শিশুকে সংক্রামক ও অসংক্রামক সকল রোগ হইতে রক্ষণ করে;

(চ) মাতৃদুগ্ধ, মাতৃদুগ্ধ বিকল্প পণ্যের তুলনায় খরচ বিহীন;

(ছ) জন্মের পর থেকে পাঁচ বৎসর বয়সের শিশুকে মাতৃদুগ্ধ বিকল্প, শিশুখাদ্য, বাণিজ্যিক ভাবে প্রস্তুতকৃত শিশুর বাড়তি খাদ্য ও উহা ব্যবহারের সরঞ্জামাদি ব্যবহারের ক্ষতিকারক ও কুফল;

(জ) দুগ্ধদানকারী মায়েরা দীর্ঘদিন গর্ভবতী হওয়া থেকে বিরত থাকেন;

(ঝ) সংশ্লিষ্ট এই বিষয়ে সরকারী সকল নীতিমালা ও নির্দেশনা অনুসারে স্বাস্থ্যকর্মী কর্তৃক পিতামাতা ও পরিচর্যকারীকে লিখিত ও মৌখিক পরামর্শ দিতে হবে এবং

(ঞ) জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোন তথ্য।

(২) কোন ব্যক্তি যিনি মাতৃদুগ্ধ বিকল্প পণ্য আমদানী, প্রস্তুত, বিপণন, বিক্রয় ও বিতরণের সহিত যুক্ত তিনি বা তাহাদের নিয়োজিত কেহ মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য, খাদ্য ও পুষ্টির বিষয়ে কোন তথ্যমূলক ও শিক্ষামূলক কোন কার্যক্রমে সহায়তা বা অংশ গ্রহণ বা কোন তথ্য প্রচার বা প্রকাশনা করিতে পরিবেন না।

৬। **মাতৃদুগ্ধ বিকল্প পণ্যের গুণগতমান**।- বর্তমানে প্রচলিত আইনের কোন বিধানের প্রয়োগকে ক্ষুন্ন না করিয়া, মাতৃদুগ্ধ বিকল্প পণ্য, এই আইনের আওতায় বিপণন, বিক্রয়, বা বিতরণ করিতে হইলে উহা কোডেক্স এলিমেন্টারিয়াস কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত মান ও কোডেক্স কোড অফ হাইজেনিক প্রাকটিস ফর ফুডস ফর ইনফ্যান্টস এন্ড চিলড্রেন'র মান সম্মত হইতে হইবে।

৭। **জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠন**।- (১) আইনের ধারা ৮ এ উল্লিখিত জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি নিম্নবর্ণিত নয়জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা-

(ক) সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রাণালয়	সভাপতি
(খ) অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব , লেজিজলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	সদস্য
(গ) যুগ্মসচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
(ঘ) যুগ্মসচিব, মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
(ঙ) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সদস্য
(চ) পরিচালক (প্রশাসন) পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর	সদস্য
(ছ) চেয়ারপারসন, বাংলাদেশ ব্রেস্টফিডিং ফাউন্ডেশন	সদস্য
(জ) সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন বিশিষ্ট শিশু বিশেষজ্ঞ ও পুষ্টিবিদ	সদস্য
(ঝ) পরিচালক, জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান	সদস্য সচিব।

(২) কমিটির সদস্যরা ধারা ৮ এর উপধারা (৩) এ উল্লিখিত মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পর পুনরায় কমিটির সদস্য মনোনীত হইবার যোগ্য হইবেন

(৩) যে কোন সদস্য যে কোন সময় সভাপতি বরাবর লিখিত পত্র দ্বারা পদত্যাগ করিতে পারিবেন অথবা সরকার ইচ্ছা করিলে তাহাকে পদ হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে ও নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবে।

(৪) মাতৃদুগ্ধপানের সুরক্ষা ও প্রসারের জন্য সভাপতি জাতীয় বা আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞকে সভায় পর্যবেক্ষক হিসাবে আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবেন বা বিস্তারিত সমীক্ষা বা গবেষণার জন্য বিশেষজ্ঞ হিসাবে নিয়োগ করিতে পারিবেন।

৮। **জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির অন্যান্য কার্যাবলী।**- জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি আইনের ধারা ৯ এ বর্ণিত কার্যাবলীর অতিরিক্ত নিম্নোক্ত কার্যাবলীও সম্পাদন করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) মাতৃদুগ্ধ পান না করানোর জন্য সম্ভাব্য ক্ষতিকর সমস্যা সম্বন্ধে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করা;
(খ) আইন ও তদধীন প্রণীত বিধিমালার কার্যকর প্রয়োগের ব্যবস্থা করা;
(গ) আইন ও তদধীন প্রণীত বিধিমালার কার্যকর প্রয়োগ পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা করা;
(ঘ) মাতৃদুগ্ধের সুরক্ষা ও প্রসারের জন্য জাতীয় নীতিমালা প্রণয়নে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করা;
(ঙ) প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরিদর্শক নিয়োগ প্রদান করা;
(চ) পরিদর্শকের অধিক্ষেত্র, কার্যাবলী ও ক্ষমতা নির্ধারণ করা;
(ছ) আইন ও তদধীন প্রনীত বিধিমালা লঙ্ঘণ বা অমান্য করার প্রতিবেদন সমীক্ষা প্রস্তুত করার ব্যবস্থা;
(জ) আইন প্রয়োগ ও পরিবীক্ষণ উপ-কমিটি গঠন করা ও উহার অধিক্ষেত্র, কার্যাবলী ও ক্ষমতা নির্ধারণ করা;
(ঝ) মাতৃদুগ্ধ বিকল্প পণ্যের নিবন্ধন, নবায়ন ও বিলম্ব ফি নির্ধারণ; এবং
(ঞ) সংশ্লিষ্ট অন্য কোন কার্যাবলী।

৯। **জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির সভা, ইত্যাদি।**- (১) প্রতি ৩ মাসে কমিটির অন্তত একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে এবং সভাপতি সভার তারিখ, সময়, স্থান ও কার্যপ্রণালী নিধারণ করিবেন।

(২) সদস্য সচিব সভা আয়োজন করিবেন।

(৩) সভাপতি সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, তিনি উপস্থিত না থাকিলে উপস্থিত সদস্যগণ তাহাদের মধ্য হইতে একজনকে সভাপতি মনোনীত করিবেন।

(৪) কমপক্ষে পাঁচজন সদস্য উপস্থিত হইলে সভার কোরাম পূর্ণ হইবে, এবং কোরাম পূর্ণ না হওয়ার কারনে সভা অনুষ্ঠিত না হইলে পরবর্তী ১০ দিনের মধ্যে পুনরায় সভা অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

(৫) সদস্য-সচিব সভা অনুষ্ঠানের ৭ দিন পূর্বে লিখিত ভাবে নোটিশ দ্বারা স্থান, দিন ও সময় সদস্য গণকে জানাইবেন এবং জরুরী প্রয়োজন বোধ হইলে সভাপতির অনুমতি ক্রমে সদস্য-সচিব ২৪ ঘন্টার নোটিশে সভা ডাকিতে পারিবেন।

(৬) সদস্য-সচিব প্রতিটি সভার কার্য বিবরনী লিখিতভাবে প্রস্তুত করিয়া সভাপতির স্বাক্ষর গ্রহণ করিবেন।

(৭) সভার সিদ্ধান্ত সমূহ সদস্য-সচিব প্রত্যয়ন করিবেন।

১০। **উপ-কমিটি গঠন, উহার কার্যাবলী, ইত্যাদি।**- (১) আইন ও এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি বা ক্ষেত্রমত পরিচালক, আদেশ দ্বারা, প্রতিটি জেলায় নিম্ন-বর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে আইন প্রয়োগ উপ-কমিটি নামে উপ-কমিটি গঠন করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) জেলা প্রশাসক, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;
(খ) পুলিশ সুপারিটেন্ডেন্ট, সদস্য
(গ) সিভিল সার্জন, সদস্য
(ঘ) সদর উপজেলার স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, সদস্য-সচিব ।

(২) উপ-কমিটির নিম্ন-বর্ণিত কার্যাবলী থাকিবে, যথা:-

(ক) নিজস্ব অধীক্ষেত্রে আইন ও এই বিধিমালার বিধি-বিধানের প্রয়োগ ও প্রতিপালন নিশ্চিত এবং পরিবীক্ষণ করা;

(খ) পরিদর্শকের কার্যাবলী ও দায়িত্ব নিয়ন্ত্রণ ও পর্যবেক্ষণ করা;

(গ) নিজস্ব অধীক্ষেত্রে আইন ও এই বিধিমালার বিধি-বিধানের প্রয়োগ ও প্রতিপালন সংক্রান্ত প্রতিবেদন জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি বা ক্ষেত্রমত পরিচালকের নিকট প্রেরণ করা;

(ঘ) নিজস্ব অধীক্ষেত্রে আইন ও এই বিধিমালার বিধি-বিধানের প্রয়োগ ও প্রতিপালন নিশ্চিত করার প্রয়োজনে অন্য যেকোন কার্যাবলী সম্পাদন করা।

(৩) এই বিধির বিধান সাপেক্ষে, উপ-কমিটি উহার সভা আহবান ও কার্য সম্পাদনের জন্য নিজস্ব কার্যপ্রণালী নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৪) প্রতি মাসে উপ-কমিটির অন্তত একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে এবং সভাপতি সভার দিন, সময় ও স্থান নিধারণ করিবেন।

(৫) সদস্য সচিব সভা আয়োজন করিবেন।

(৬) সভাপতি সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, তিনি উপস্থিত না থাকিলে উপস্থিত সদস্যগণ তাহাদের মধ্য হইতে একজনকে সভাপতি মনোনীত করিবেন।

(৭) কমপক্ষে ৩ (তিন) জন সদস্য উপস্থিত হইলে সভার কোরাম পূরণ হইবে, এবং কোরাম পূরণ না হওয়ার কারনে সভা অনুষ্ঠিত না হইলে পরবর্তী ৪ (চার) দিনের মধ্যে পুনরায় সভা অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

(৮) সদস্য-সচিব সভা অনুষ্ঠানের ৩ (তিন) দিন পূর্বে লিখিত ভাবে নোটিশ দ্বারা স্থান, দিন ও সময় সদস্য গণকে জানাইবেন এবং জরুরী প্রয়োজন বোধ হইলে সভাপতির অনুমতি ক্রমে সদস্য-সচিব ২৪ ঘন্টার নোটিশে সভা ডাকিতে পারিবেন।

(৯) সদস্য-সচিব প্রতিটি সভার কার্য বিবরনী লিখিতভাবে প্রস্তুত করিয়া সভাপতির স্বাক্ষর গ্রহণ করিবেন।

(১০) সভার সিদ্ধান্ত সমূহ সদস্য-সচিব প্রত্যয়ন করিবেন।

১১। পরিদর্শকের দায়িত্ব প্রদান এবং তাহার কার্যাবলী ও ক্ষমতা ।- (১) আইন ও এই বিধিমালার বিধি-বিধান সরজমিনে সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালন হইতেছে কিনা তাহা নিশ্চিত করার জন্য, জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি বা ক্ষেত্রমত পরিচালক, বা উপ-কমিটি, লিখিত আদেশ দ্বারা, এই বিধির বিধানাবলী সাপেক্ষে, নিম্নোবর্ণিত যে কোন কর্মকর্তাকে পরিদর্শক হিসাবে দায়িত্ব পালনের জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) সাব-ইনস্পেক্টর পদমর্যাদার নিম্নে নয় এমন কোন পুলিশ কর্মকর্তা; বা

(খ) স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সিভিল সার্জনের কার্যালয়, পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশনে কর্মরত যে কোন স্যানিটারি ইন্সপেক্টর; বা

(গ) মাতৃদুগ্ধ পানকে উৎসাহিত করার কাজে নিয়োজিত কোন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের (যেমন-বাংলাদেশ ব্রেস্টফিডিং ফাউন্ডেশন, ইত্যাদি) কোন কর্মকর্তা বা মনিটরিং কর্মকর্তা।

(২) উপ-বিধি (১) এ যাহাই থাকুক না কেন, মাতৃদুগ্ধ বিকল্প পণ্যের আমদানীকারক বা বিপণনকারী বা উৎপাদনকারী বা বিতরণকারী বা উহাদের কোম্পানীতে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর স্বার্থ থাকিলে, স্বার্থের সংঘাত এড়ানোর জন্য, উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে উপ-বিধি (১) এর অধীন পরিদর্শকের দায়িত্ব প্রদান করা যাইবে না।

(৩) পরিদর্শক যে সকল অধিক্ষেত্র এবং যে সকল কার্যাবলী সম্পাদন ও ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন তাহা উপ-বিধি (১) এর অধীন জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি বা ক্ষেত্রমত পরিচালক, বা উপ-কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত আদেশে, এই বিধিমালার বিধানাবলী সাপেক্ষে, উল্লেখ থাকিবে।

১২। পরিদর্শকের কার্যাবলী ও ক্ষমতা।- (১) যদি কোন পরিদর্শকের নিকট প্রতীয়মান বা গোচরীভূত হয় যে তৎএখতিয়ারাধীন এলাকায় কোন ব্যক্তি কর্তৃক আইন ও এই বিধিমালার কোন বিধান প্রতিপালন বা তদধীন শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে বা হইতেছে, তাহা হইলে তিনি আইনের ধারা ১৬ তে বর্ণিত ক্ষমতা প্রয়োগের উদ্দেশ্যে উক্ত অপরাধ অনুসন্ধানকালে নিম্নোক্ত কার্যাবলী সম্পাদন করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট পণ্য মজুত বা লুকায়িত রহিয়াছে বা রাখা হইয়াছে বা হইতেছে এমন কোন দালান, গোডাউন বা জায়গা বা যানবাহন অনুসন্ধান বা পরীক্ষা বা অন্বেষণ করা;

(খ) যেখানে শিশু বিকল্প পণ্য আমদানি, প্রস্তুত, বিক্রয়, গুদামজাত, বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন বা প্রচার বা অন্য যে কোনভাবে প্রসার করা হয় তাহা এবং তৎসংশ্লিষ্ট কাগজাদি পরিদর্শন বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা;

(গ) অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট পণ্য বা কাগজাদি জব্দ করা বা কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা;

(ঘ) কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা; বা

(চ) জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি বা ক্ষেত্রমত পরিচালক, বা উপ-কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত অন্য যে কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করা.

(২) অনুসন্ধানের সময় পণ্যাদি বা কাগজাদি জব্দকালে বা কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতারকালে পরিদর্শক ফৌজদারী কার্যবিধির বিধি-বিধান অনুসরণ করিবে, এবং সেইক্ষেত্রে একজন পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টরের যেসকল ক্ষমতা থাকে পরিদর্শকের সেই একই ক্ষমতা থাকিবে।

(৩) যদি কোন পরিদর্শক বিধি (১) এর অধীন কোন মাতৃদুগ্ধ বিকল্প পণ্য জব্দ করেন, তবে তাহাকে উক্তরূপ জব্দ করার পনের দিনের মধ্যে উপযুক্ত আদালতে মামলা করিতে হইবে অন্যথায় জব্দকৃত পণ্য অবমুক্ত করিবেন।

(৪) মামলা দায়েরের পর যদি উপযুক্ত আদালতে ইহা প্রতীয়মান হয় যে-

(ক) জব্দকৃত পণ্য যে ব্যক্তির দখলে পাওয়া গিয়াছে তিনি অপরাধের জন্য দায়ী নন, তাহা হইলে উক্ত পণ্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ফেরত প্রদান করিবেন; বা

(খ) জব্দকৃত পণ্য যে ব্যক্তির দখলে পাওয়া গিয়াছে তিনি অপরাধের জন্য দায়ী হন, তাহা হইলে উক্ত পণ্য রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত বা ক্ষেত্রমত ধ্বংস বা নিলাম করিবার জন্য পরিদর্শককে লিখিত নির্দেশ প্রদান করিবেন।

(৫) আইন ও এই বিধিমালার অধীন প্রতিটি অনুসন্ধান, জব্দ, বাজেয়াপ্ত, ধ্বংস ও নিলাম পরিচালনার ক্ষেত্রে ফৌজদারী কার্যবিধির বিধান, যতটুকু সম্ভব, প্রযোজ্য হইবে।

(৬) আইন ও এই বিধিমালার অধীন ক্ষমতা প্রয়োগের প্রয়োজনে পরিদর্শক আইন শৃংঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বা সংবিধিবদ্ধ কোন প্রতিষ্ঠানের সহায়তা চাহিলে, উক্ত বাহিনী বা সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের সকল বা প্রত্যেক কর্মকর্তা পরিদর্শককে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানে বাধ্য থাকিবে, এবং ক্ষেত্রমত, পরিদর্শক সরকার কর্তৃক এতদ্দুশ্যে নিয়োগকৃত মোবাইল কোর্টের সহায়তা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৭) পরিদর্শক তৎকৃত কর্মকান্ডের জন্য উপ-কমিটির নিকট দায়ী থাকিয়া জবাবদিহি করিবেন।

১৩। **উপযুক্ত আদালতে মামলা দায়ের ও তদন্ত অনুষ্ঠান** ।- (১) ধারা ১৭ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য যে কোন অপরাধ সংক্রান্ত ফৌজদারী মামলা, বিধি ২২ এর বিধান সাপেক্ষে,শুধুমাত্র নিম্ন-বর্ণিত ব্যক্তির দ্বারা ফৌজদারী কার্যবিধি অনুযায়ী উপযুক্ত আদালতে দায়ের করিতে হইবে, যথা:-

(ক) বিধি ১১ এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত কোন পরিদর্শক;

(খ) জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি বা ক্ষেত্রমত পরিচালক বা উপ-কমিটির কোন সদস্য; বা

(গ) জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি বা ক্ষেত্রমত পরিচালক বা উপ-কমিটি কর্তৃক, আদেশ দ্বারা নির্দিষ্টকৃত শিশু কল্যাণ ও উন্নয়নে নিয়োজিত কোন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি।

(২) যে কোন নাগরিক বা সুশীল সমাজের যে কোন সদস্য বা স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধ সংঘটন বা উহার কোন ধারা লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি বা কোম্পানীর বিরূদ্ধে ফৌজদারী মামলা দায়ের করিবার জন্য জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি বা বা উপ-কমিটির নিকট অভিযোগ প্রেরণ করিতে পারিবে, এবং উক্তক্ষেত্রে জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি বা উপ-কমিটি, পরিদর্শক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিষয়দি অনুসন্ধানপূর্ববক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৩) আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধ সংঘটন বা উহার কোন ধারা লঙ্ঘণের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে, ক্ষতির জন্য দায়ী আমদানীকারক, প্রস্তুতকারী, বিপণন বা বিতরণকারীর বিরুদ্ধে দেওয়ানী আদালতে উক্ত ক্ষতির অর্থ আদায়ের জন্য উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক দেওয়ানী মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে এই বিধি কোন বাধা হইবে না।

(৫) উপযুক্ত আদালত কর্তৃক কোন অপরাধ আমলে গ্রহণ করার পর, উহা তৎকর্তৃক নিযুক্ত কোন পরিদর্শক বা সাব-ইন্সপেক্টর বা নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে তদমন্ত কর্মকর্তা হিসাবে উক্ত অপরাধের তদমন্ত (যাহা অনুসন্ধান নহে) অনুষ্ঠানের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং তদমন্ত কর্মকর্তা আইনের ধারা ১৭ অনুযায়ী উক্ত তদমন্ত ফৌজদারী কার্যবিধির নিয়ম ও বিধানুসারে অনুষ্ঠান করিয়া তদমন্ত প্রতিবেদন উপযুক্ত আদালতে দাখিল করিবে।

১৪। মাতৃদুগ্ধ বিকল্প পণ্য নিবন্ধন ও নিবন্ধন সনদ নবায়ন।- (১) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার তিন মাসের মধ্যে মাতৃদুগ্ধ বিকল্প পণ্য বিক্রয় বা বিপণন বা উভয় করিতে ইচ্ছুক বা ইতিমধ্যে যাহার উক্তরূপ পণ্য বাজারে রহিয়াছে কিন্তু কখনোই নিবন্ধন সনদ গ্রহণ করেন নাই সেই ব্যক্তি (আমদানী কারক বা বিপণনকারী বা উৎপাদনকারী বা বিতরণকারী, যে নামেই অভিহিত হউক) উক্তরূপ বিক্রয় বা বিপণন শুরু করিবার পূর্বে, নিবন্ধকের নিকট নিবন্ধনের জন্য আবেদন (ফরম-ক) করিতে হইবে.

(২) মাতৃদুগ্ধ বিকল্প পণ্য নিবন্ধনের প্রতিটি আবেদনের সহিত নিম্ন-বর্ণিত কাগজাদি সংযুক্ত করিতে হইবে, যথা:-

(ক) নিবন্ধনাধীন বিকল্প পণ্য তেজষ্ক্রিয়তা মুক্ত, নিরাপদ ও প্রচলিত শিশু খাদ্য মর্মে উৎস দেশের সার্টিফিকেটের কপি;
(খ) নিবন্ধনাধীন বিকল্প পণ্য বিশ্বস্বাস্থ্য বা খাদ্য ও কৃষি সংস্থা জাতিসংঘের মান অনুযায়ী প্রস্তুত করা হইয়াছে সেই বিষয়ে সার্টিফিকেটের কপি;
(গ) নিবন্ধনাধীন বিকল্প পণ্য তেজষ্ক্রিয়তা মুক্ত ও নিরাপদ সেই মর্মে বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশনের সার্টিফিকেটের কপি;
(ঘ) বাংলাদেশ স্টান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউটের সার্টিফিকেটের কপি;
(ঙ) আবেদন ফি দাখিলের প্রমাণ স্বরূপ ট্রেজারী চালানের মূল কপি; এবং
(চ) পরিচালক কর্তৃক বিবেচিত অন্য কোন কাগজাদি।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও উহার সহিত সংযুক্ত কাগজাদি পরীক্ষা ও তৎবিষয়ে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানপূর্বক নিবন্ধক এই মর্মে নিশ্চিত হন যে নিবন্ধনাধীন বিকল্প পণ্যের বিষয়ে আইন ও তদধীন প্রণীত এই বিধিমালার সকল বিধান প্রতিপালন করা হইয়াছে ও উহা মানসম্মত, তাহা হইলে তিনি আবেদনকারীর আবেদন মঞ্জুর করিয়া, আদেশের উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে, নিবন্ধন ফি যথাযথ পদ্ধতিতে (বিধি ১৯) জমা দানের জন্য আদেশ প্রদান করিবেন।

(৪) আদেশে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে, আবেদনকারী বিধি ১৯ অনুসারে ট্রেজারী চালান মারফত নিবন্ধন ফি জমা প্রদান করিয়া ট্রেজারী চালানের মূল কপি নিবন্ধকের নিকট দাখিল করিলে, তিনি অবিলম্বে আইনের ধারা ১০ এর উপ-ধারা (৩) এ উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে তাহার সীল ও স্বাক্ষরসহ ফরম-খ তে আবেদনকারীকে একটি নিবন্ধন সনদ প্রদান করিবেন, এবং নিবন্ধনের তথ্যাদি নিবন্ধন বহিতে সন্নিবেশিত করিবেন।

(৫) পরিচালক, সরকারী গেজেট প্রজ্ঞাপণ দ্বারা, আইন ও তদধীন প্রণীত এই বিধিমালার অধীন নিবন্ধিত মাতৃদুগ্ধ বিকল্প পণ্যের একটি তালিকা সময় সময় জনগণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করিবেন।

(৬) এই বিধির অধীন ইস্যুকৃত নিবন্ধন সনদটি ধারা ১০ এর উপ-ধারা (৫) এ নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

(৭) এই বিধিমালা জারীর তিন মাসের মধ্যে, আইন ও তদধীন প্রণীত এই বিধিমালা অনুযায়ী যদি নিবন্ধনযোগ্য মাতৃদুগ্ধ বিকল্প পণ্যের নিবন্ধন করা না হয়, তাহা হইলে উহা বিপণন বা বিক্রয় করা যাইবে না, যদি বিপণন বা বিক্রয় করা হয় তবে উহা ক্রোকযোগ্য বা বাজেয়াপ্তযোগ্য বা উভয়যোগ্য হইবে।

(৮) এই বিধির অধীন ইস্যুকৃত নিবন্ধন সনদের মেয়াদ যদি উত্তীর্ণ হয়, তাহা হইলে সনদ গ্রহীতা (আমদানীকারক, প্রস্তুতকারক, বিপণনকারী বা বিতরণকারী, যে নামেই অভিহিত হউক) সনদের মেয়াদ উত্তীনের ছয় মাস পূর্বে কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত নবায়ন ফি জমা করিয়া আবেদন করিতে হইবে নবায়নের জন্য

১৫। নিবন্ধন বহি ও উহাতে তথ্য সংরক্ষণ।- (১) যে সকল তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে মাতৃদুগ্ধ বিকল্প পণ্যের নিবন্ধন প্রদান করা হয় তাহা সংরক্ষণের জন্য প্রতিটি নিবন্ধকের কার্যালয়ে ফরম-গ আকারে একটি নিবন্ধন বহি থাকিবে, যাহার সংরক্ষক হইবেন নিবন্ধক, এবং তিনি নিয়মিত উক্ত বহিতে নিবন্ধিত পণ্যের ও আবেদনকারীর তথ্যাদির সন্নিবেশ ও হালনাগাদ করিবার জন্য দায়ী থাকিবেন।

(২) নিবন্ধন বহি মাতৃদুগ্ধ বিকল্প পণ্যের নিবন্ধন বিষয়ে স্থায়ী ও পাবলিক রেকর্ড (public document) হিসাবে বিবেচিত হইবে, এবং নিবন্ধন বহি ও নিবন্ধন সনদ হইবে প্রমাণের প্রাথমিক দলিল (primary evidence) এবং ভিন্নরূপ প্রমাণিত না হইলে উহা চূড়ান্ত সত্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৩) নির্ধারিত নিয়ম অনুসরণে ও নির্ধারিত হারে ফি প্রদানপূর্বক নিবন্ধন গ্রহীতা বা যে কোন ব্যক্তি নিবন্ধন সনদের ডুপ্লিকেট কপি বা নিবন্ধন বহির সারাংশের সত্যায়িত কপির জন্য নিবন্ধকের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন, এবং

নিবন্ধক নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে ও ফরমে সীল ও স্বাক্ষরে নিবন্ধনের কপি বা নিবন্ধন বহির সারাংশের সত্যায়িত কপি আবেদনকারীকে সরবরাহ করিবেন যাহা সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ অনুসারে দ্বিতীয় স্তরের দলিল (seconaary eviaence) হিসাবে বিবেচিত হইবে।

(৪) উপ-বিধি (১) এর অধীন কোন ব্যক্তিকে নিবন্ধন সনদের ডুপ্লিকেট কপি বা নিবন্ধন বহির সারাংশের সত্যায়িত কপি প্রদানের ক্ষেত্রে নিবন্ধককে সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ এর ধারা ৭৬ অনুসরণ করিতে হইবে।

১৬। **নিবন্ধন স্থগিত, বাতিল, ইত্যাদি**- (১) যদি নিবন্ধকের বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারন বা প্রমাণ থাকে যে, নিবন্ধন গ্রহীতা-

(ক) আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধে কোন আদালত কর্তৃক অপরাধী প্রমাণিত হইয়াছে;
(খ) আইন বা এই বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘণ করিয়াছে;
(গ) নিবন্ধন সনদের কোন শর্তভঙ্গ করিয়াছে;
(ঘ) আইন বা এই বিধিমালার কোন বিধান প্রতিপালনে ব্যর্থ হইয়াছে;
(ঙ) নিবন্ধনের আবেদন পত্রে কোন মিথ্যা বা অসত্য তথ্য প্রদান করিয়াছে;

তাহা হইলে নিবন্ধক নিবন্ধন গ্রহীতাকে অভিযোগ পত্রের একটি কপি সহ এই মর্মে ১৫ দিনের কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করিবেন যে কেন তাহার নিবন্ধন সনদ উল্লেখিত অভিযোগের ভিত্তিতে স্থগিত বা বাতিল করা হইবে না।

(২) **উপ-বিধি** (১)এর অধীন অভিযোগ পত্রসহ কারন দর্শানোর নোটিশ প্রাপ্তির পর নোটিশে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে নিবন্ধন গ্রহীতা তাহার বিরুদ্ধে আনীত প্রতিটি অভিযোগের বিপরীতে লিখিত বক্তব্য জমা প্রদান করিবেন, এবং নিবন্ধক উক্ত লিখিত বক্তব্য প্রাপ্তির পর নিবন্ধন গ্রহীতাকে শুনানীর সুযোগ প্রদানের জন্য একটি তারিখ ও সময় ধার্য্য করিবেন যাহাতে তিনি অভিযোগের বিপরীতে সকল প্রয়োজনীয় তথ্য ও প্রমানাদি উপস্থাপনের জন্য হাজির হইতে পারেন।

(৩) **উপ-বিধি** (২) এর অধীন শুণানী গ্রহণের পর, যদি নিবন্ধকের নিকট প্রতীয়মান হয় যে আনীত অভিযোগ সত্য তবে তিনি কারন উল্লেখ করিয়া নিবন্ধন সনদ বাতিল বা স্থগিত করিবার আদেশ প্রদান করিয়া নিবন্ধিত পণ্য বাজার হইতে প্রত্যাহারের নির্দেশ প্রদান করিবেন।

(৪) **উপ-বিধি** (৩) এর অধীন কোন আদেশ প্রাপ্ত হইয়া ক্ষুব্ধ হইলে তিনি উক্ত আদেশ প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট আপিল করিতে পারিবেন।

(৫) উপধারা (৪) মোতাবেক আপিল গ্রহণের ষাট দিনের মধ্যে সরকার আপীলকারীকে শুণানী প্রদান করিয়া সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন এবং সরকারের উক্তরূপ সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত হিসাবে বিবেচিত হইবে।

১৭। **নোটিশ ও আদেশাদি জারি**।-(১) আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোন ব্যক্তির প্রতি, আইন বা এই বিধিমালার অধীন জারিকৃত বা ইস্যুকৃত কোন সনদ বা নকল বা আদেশ বা নোটিশ বা অন্যান্য দলিল যথাযথভাবে প্রেরণ হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, যদি-

(ক) উক্ত ব্যক্তি নিজে বা তাহার প্রতিনিধি বা এজেন্ট বা কর্মচারী উহা গ্রহণ করেন;
(খ) তাহার সর্বশেষ বাসস্থান বা ব্যবসাস্থলে ঝুলাইয়া জারি করা;
(গ) রেজিষ্ট্রিকৃত ডাকযোগে তাহার জ্ঞাত সর্বশেষ ঠিকানায় উহা পাঠনো হয়; বা
(ঘ) ইলেকট্রনিক মাধ্যমে উহা পাঠানো হয়।

(২) উক্ত নোটিশ উক্তরূপে জারীর পর আংশিক বা পূর্ণভাবে উহা প্রতিপালন করা হইলে উক্ত নোটিশের বৈধতার বিষয়ে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

১৮। **জারীকৃত দলিলাদির প্রামাণিকতা**।- আইন বা এই বিধিমালার অধীন জারিকৃত বা ইস্যুকৃত কোন সনদ বা নকল বা আদেশ বা নোটিশ বা অন্যান্য দলিল যথাযথ বলিয়া গণ্য হইবে, যদি উহাতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর, নাম ও পদবী মুদ্রিত বা স্ট্যাম্পযুক্ত থাকে এবং টেলিফোন বা ফ্যাক্স বা মোবাইল ফোন নম্বর বা ই-মেইল ঠিকানা উল্লেখ থাকে এবং নোটিশটি একটি দাপ্তরিক নথি ও পত্র নম্বর সমবলিত হয়।

১৯। **ফি ইত্যাদি নির্ধারণ ও উহার জমা প্রদান পদ্ধতি**।- জাতীয় উপদেষ্ঠা কমিটি, সময় সময় সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, আবেদন ফি, নিবন্ধন ফি, নবায়ন ফি, নকলের জন্য ফি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ফি নির্ধারণ করিবে, এবং উক্ত সকল প্রকারের ফি বাংলাদেশ ব্যাংকের ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে নিম্ন লিখিত যে কোন খাতে জমা প্রদান করিতে হইবে, যথা:-

(ক) ১৩৮- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ খাত;

(খ) ৮- বিশেষ হাসপাতাল ও প্রতিষ্ঠান খাত: ৫

(গ) প্রতিষ্ঠান অথবা ৮ (৯) জনস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান খাত

২০। **পেশাদারী সার্টিফিকেট বা লাইসেন্স সাময়িকভাবে বরখাস্ত বা প্রত্যাহার।**- (১) ডাক্তার বা স্বাস্থ্য পেশাদারসহ কোন স্বাস্থ্যকর্মী আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধের জন্য আদালত কর্তৃক অপরাধী প্রমাণিত হইলে, জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি বা পরিচালক বা উপ-কমিটি, অপরাধী ব্যক্তির পেশাদারী লাইসেন্স বা পারমিট বা সার্টিফিকেট, যে নামেই অভিহিত হউক, সাময়িকভাবে স্থগিত বা স্থায়ীভাবে প্রত্যাহারের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন কৃত অনুরোধের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, স্বীয় বিধি-বিধান অনুযায়ী, ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৩) এই বিধির অধীন গৃহীত ব্যবস্থা আইনের ধারা ১২, ১৩ বা ১৪ অধীন গৃহীত ব্যবস্থার অতিরিক্ত বিবেচিত হইবে।

২১। **ব্যবসার লাইসেন্স, পারমিট বা সার্টিফিকেট স্থগিত বা প্রত্যাহার।**- (১) কোন আমদানীকারক বা বাজারজাতকারী বা উৎপাদনকারী বা বিতরণকারী আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধের জন্য আদালত কর্তৃক অপরাধী প্রমাণিত হইলে, জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি, অপরাধী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ব্যবসার লাইসেন্স বা পারমিট বা সার্টিফিকেট, যে নামেই অভিহিত হউক, সাময়িকভাবে স্থগিত বা স্থায়ীভাবে প্রত্যাহারের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীনকৃত অপরাধের ভিত্তিতে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ, স্বীয় বিধি-বিধান অনুযায়ী, ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৩) এই বিধির অধীন গৃহীত ব্যবস্থা আইনের ধারা ১২, ১৩ বা ১৪ অধীন গৃহীত ব্যবস্থার অতিরিক্ত বিবেচিত হইবে।

২২। **মোবাইল কোর্ট কর্তৃক অপরাধের বিচার ও দন্ড প্রদান।**- (১) আইনের ধারা ১৮ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পরিচালক বা ক্ষেত্রমত উপ-কমিটি আইন ও তদধীন প্রণীত এই বিধিমালার বিধি-বিধানের প্রয়োগকে কার্যকর করার নিমিত্ত, এবং ঘটনাস্থলে অপরাধের তাৎক্ষণিক বিচারের ব্যবস্থা করার জন্য মোবাইল কোর্ট নিয়োগের ব্যবস্থা করিতে পারিবে, এবং পরিচালক বা ক্ষেত্রমত উপ-কমিটি কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা পরিদর্শক মোবাইল কোর্টকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করিবে।

(২) আইনের ধারা ১২ তে কারাদন্ডের পরিমাণ যাহাই থাকুক না কেন, মোবাইল কোর্ট এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধের বিচার করিয়া মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এর বিধান অনুযায়ী কোন ক্রমেই দুই বৎসরের অধিক কারাদন্ডের আদেশ প্রদান করিতে পারিবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, আইনের ধারা ১২ তে উল্লিখিত সর্বোচ্চ পরিমাণ অর্থদন্ড প্রদানে মোবাইল কোর্টের কোন বাধা থাকিবে না।

(৩) আইনের ধারা ১৮ ও ১৯ এবং এই বিধির উপ-বিধি (২) এর অধীন গৃহীত ব্যবস্থা আইনের ধারা ১৭ ও বিধি ১৩ এর অধীন গৃহীত ব্যবস্থার অতিরিক্ত বিবেচিত হইবে, তবে কোন অপরাধের জন্য কোন মোবাইল কোর্ট কর্তৃক কোন ব্যক্তির একবার বিচার করা হইলে, উপযুক্ত আদালত উক্ত একই অপরাধের জন্য পুনরায় তাহার বিচার করিতে পারিবে না।

(৪) উপযুক্ত আদালত বা মোবাইল কোর্ট, আইনের ধারা ১২ অনুযায়ী অর্থদন্ডকে ক্ষতিপূরণে রূপান্তর করিয়া ক্ষতিগ্রস্থকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে পারিবে, তবে ব্যাংকিং চ্যানেল বা ই-ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যম ব্যতীত উক্ত আদালত বা কোর্ট ক্ষতিগ্রস্থকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে পারিবে না।

২৩। **ক্রান্তিকালীন বিধান।**- আইন বা তদধীন প্রণীত এই বিধিমালার নিয়মাবলী প্রতিপালনের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য প্রত্যেক আমদানীকারক বা বাজারজাতকারী বা উৎপাদনকারী বা বিতরণকারী এই বিধিমালা জারীর তারিখ হইতে পরবর্তী ৬ মাস কাল পর্যন্ত সময় প্রাপ্য হইবেন।

২৪। **স্বার্থের দ্বন্দ (Conflict of interest).**- (১)এই বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোন মাতৃদুগ্ধ বিকল্প পণ্য আমদানি, স্থানীয়ভাবে উৎপাদন, বিপণন, বিক্রয় বা বিতরণকারী কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের দেওয়া সেমিনার, কনফারেন্স, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা, প্রশিক্ষণ, বৈজ্ঞানিক সভা, শিক্ষাসফর, আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান, উচ্চ শিক্ষাবৃত্তি, শিক্ষাবৃত্তি, গবেষণামূলক কর্মকান্ড, কুইজ প্রতিযোগীতা, ইত্যাদিতে কোন ডাক্তার বা স্বাস্থ্য কর্মী অংশগ্রহণ করিলে বা যে কোন উপহার বা কোনরুপ আর্থিক বা অন্য কোন সুবিধা প্রদান ও গ্রহণ করিলে উহা স্বার্থের দ্বন্দ (Conflict of interest) বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) উল্লিখিত স্বার্থের দ্বন্দের (Conflict of interest) ক্ষেত্রে, বিধি ২০ ও ২১ এর আধীন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

২৫। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**- (১) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার পর, মাতৃদুগ্ধ বিকল্পাদি (বিপণন নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ১৯৯৩ (এসআরও নম্বর ১৮৪-আইন/১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩), অতপর রহিত বিধিমালা বলিয়া অভিহিত, রহিত হইবে।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত বিধিমালার অধীন কৃত কর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই বিধিমালার অধীন কৃত কর্ম বা গৃহীত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) রহিত বিধিমালার অধীন প্রদত্ত নিবন্ধন সনদ এই বিধিমালার অধীন প্রদত্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং উহাতে বর্ণিত মেয়াদকাল পর্যন্ত উহা বহাল থাকিবে, এবং মেয়াদকাল শেষ হইলে, এই বিধিমালার নিয়ম অনুযায়ী উহা নবায়ন করার প্রয়োজন হইবে।

ফরম-ক
বিধি ১৪(১)

নিবন্ধনের আবেদন

মাতৃদুগ্ধ বিকল্প পণ্য (বিপণন নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০১৪

প্রতি

পরিচালক
জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান, মহাখালী, ঢাকা
আমি/আমরা .... (কোম্পানী/সংস্থার নাম)
....
ঠিকানা:...
....
....

নিবন্ধন বা রেজিস্ট্রেশন নম্বর (যদি থাকে)..

নিম্ন-বর্ণিত ব্রান্ডের মাতৃদুগ্ধ বিকল্প পণ্য বিপণন করিতে ইচ্ছুক এবং সে লক্ষ্যে উহা নিবন্ধনের জন্য এতদ্বারা আপনার বরাবর আবেদন করিতেছি। নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজাদি ও আবেদন ফি জমাদানের রশিদ এতদসংঙ্গে সংযুক্ত করিলাম।

ক্রমিক নং	পণ্যের নাম, বিবরণ, নমুনা ও উৎস দেশের নাম	আবেদন কারীর নাম, ঠিকানা ও মোবাইল/ টেলিফোন নম্বর	ধারণপাত্র ও মোড়কের নমুনা	নিবন্ধন বা রেজি. নম্বর (যদি থাকে)	পণ্যের উপাদানের বিবরণ ও পরিমাণ	দাখিলকৃত কাগজাদির তালিকা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)

সত্যপাঠ: এই আবেদনে উল্লিখিত ও সংযুক্ত সকল তথ্য ও কাগজাদি আমার জ্ঞানমত সত্য ও সঠিক।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর
নাম ও পদবী
কোম্পানী/ সংস্থার
সীল

সংযুক্তি:

১।

২।

ফরম-খ
বিধি ১৪(৪)

জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান
মহাখালী, ঢাকা।

নিবন্ধন সনদ
মাতৃদুগ্ধ বিকল্প পণ্য (বিপণন নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০১৪

আপনার ....(ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের নাম) বিগত .... তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে নিম্নবর্নিত ব্রান্ডের মাতৃদুগ্ধ বিকল্প খাদ্য পণ্য বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে প্রচলিত আইন অনুসারে বাংলাদেশীয় বাজারে বিপণনের জন্য উক্ত পণ্য শিশুর জন্য নিরাপদ বিবেচনায় উহা এতদ্বারা নিম্নবর্নিত শর্তে নিবন্ধন করা হইল:-

ক্রমিক নং	পণ্যের নাম, বিবরণ, নমুনা ও উৎস দেশের নাম	আবেদনকারীর নাম, ঠিকানা ও মোবাইল/টেলিফোন নম্বর	ধারণপাত্র ও মোড়কের নমুনা		পণ্যের উপাদানের বিবরণ ও পরিমাণ
(১)	(২)	(৩)	(৪)		(৫)

১। নিবন্ধন নম্বর...
২। এই সনদ ইস্যুর তারিখ হইতে তিন বৎসরের জন্য উহা বৈধ থাকিবে।

ইস্যুর তারিখঃ ....
মেয়াদ অবসানের তারিখঃ ....
নবায়ন:

নিবন্ধকের স্বাক্ষর
(সীল

নির্দেশিকা

১। সনদের মেয়াদ শেষ হইলে নিবন্ধনাধীন মাতৃদুগ্ধ বিকল্প পণ্য বিপণন করা যাইবে না।

২। মাতৃদুগ্ধ বিকল্প পণ্যের বিজ্ঞাপণ ও প্রচার নিষিদ্ধ এবং তা আইনত দন্ডনীয়।

৩। অনুমোদন ব্যতীত কোন ধারনপাত্র বা মোড়কের তথ্য সংশোধন করা যাইবে না।

৪। মূল আইন বা বিধিমালার কোন বিধান ভঙ্গের কারণে এই সনদ বাতিল যোগ্য।

৫। নিবন্ধন সনদ ব্যতীত কোন মাতৃদুগ্ধ বিকল্প পণ্য বিপণন যোগ্য নয়।

৬। চাহিবা মাত্র মাতৃদুগ্ধ বিকল্প পণ্যের উপকরণের বিকিরণ পরিমাণ ও উপাদানসমূহ যাচাইযোগ্য।

৭। ধারণ পাত্র বা মোড়কের বিস্তারিত নির্দেশিকা

[illegible]
বিধি ১৫(১)

জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান
মাতৃদুগ্ধ বিকল্প পণ্য নিবন্ধকের কার্যালয়
মহাখালী, ঢাকা।
মাতৃদুগ্ধ বিকল্প পণ্য (বিপণন নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০১৪

নিবন্ধন রেকর্ড বহি
মাতৃদুগ্ধ বিকল্প পণ্য (বিপণন নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০১৪

ক্রমিক নং	পণ্যের নাম, বিবরণ, নমুনা ও উৎস দেশের নাম	আবেদনকারীর নাম, ঠিকানা ও যোগাযোগ নম্বর	ধারণপাত্র ও মোড়কের নমুনা	নিয়মিত বা রেজি. নম্বর	পণ্যের উপাদানের বিবরণ ও পরিমাণ	দাখিলকৃত কাগজাদির তালিকা	স্বাক্ষর
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)

নিবন্ধকের স্বাক্ষর
(সীল)